08-02-2022 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি ''বাপদাদা'' মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এক বাবা-ই আছেন, যাঁর মহিমা অপরমপার, বাবার মতো মহিমা আর কারোরই হতে পারে না"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের এই পড়ার খুবই কদর করা চাই - কেন ?

*উত্তরঃ - সম্পূর্ণ কল্পে বাবা একবারই পরমধাম থেকে পড়ানোর জন্য আসেন । মানুষ উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভারত থেকে বিদেশে যায়, এ কোনো বড় কথা নয় । এখানে তো টিচার কতো দূর থেকে আসেন । তাই বাচ্চাদের এই পড়ার অনেক কদর করা উচিত । কিছু যদি সমস্যাও হয়, তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই । তোমাদের স্কুল গলিতে - গলিতে হওয়া উচিত । তা না হলে এতো সবাই পড়বে কীভাবে ! বাবার পরিচয় তো সবাই অবশ্যই পাবে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা বলে, ইনি কে ? ইনি তো কোনো সাধু - সন্ত - মনুষ্য নন । ইনি তো অন্য কিছু । মানুষকে তো চট করে চেনা যাবে, ইনি অমুক সাধু - সন্ন্যাসী, নাম নিয়ে বলবে - অমুক মহাত্মা । এ কেবল বাচ্চারাই জানে । বাচ্চা বলা হয় আত্মাকে। আত্মাই সব জানে, শরীর নয় । আত্মাই বলে, এ অমুক । আত্মা এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা জানতে পারে । আত্মা না থাকলে এই চোখ কোনো কাজ করতে পারবে না । সবকিছু আত্মাই জানে ।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের আত্ম - অভিমানী তৈরী করা হয় । আত্মা বলে, এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমি অমুক কর্তব্য করি । বাস্তবে আত্মাকে মেল বলা হবে, ফিমেল নয় । আত্মা মেল, কেননা আমরা সবাই ভাই - ভাই । তোমরা এখন নতুন কথা শুনছো । ইনি কে এসেছেন ? তাঁর কোনো নিজের মনুষ্য রূপ নেই । তোমরা জানো যে, অসীম জগতের পিতা হলেন শিব বাবা, যিনি এনার দ্বারা বোঝান । এমন নয় যে, অমুক সন্ন্যাসী, তাঁর আত্মা বলছে । তা নয়, মানুষের সমস্ত মনোযোগ নাম - রূপের প্রতি যায় । তোমরা বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারো যে, ইনি আমাদের অসীম জগতের বাবা । তিনি এই শরীরের দ্বারা আমাদের নিজের উত্তরাধিকার প্রদান করছেন । ইনি আমাদের রাজযোগ শেখান । ইনি হলেন সকলের বাবা । সর্বের পতিত - পাবন, কেবল মনুষ্যের নয়, পাঁচ তত্ত্বেরও । সকলের সদগতি করেন উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা । এই সৃষ্টিতে মহিমা করার উপযুক্ত যদি কেউ হয়, তিনি একমাত্র এই বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয় । না ব্রহ্মা, না বিষ্ণু, না শঙ্করের মহিমা করা যেতে পারে । তাঁদের জন্মদিন পালন করে কি করবে ! লক্ষ্মী - নারায়ণ, যাঁর কম্বাইন্ড রূপ হলো বিষ্ণু - এখন তিনি কোথায় ? লক্ষ্মী - নারায়ণ পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন অন্তিম জন্মে । এখন শিব বাবা তাঁকে উপযুক্ত তৈরী করছেন । সর্বের সদগতিদাতা তিনি একজনই । মহিমাও একজনেরই । সেই পতিত পাবনকে ছাড়া দেখো এই সৃষ্টির হাল কি হয়ে গেছে । কৃষ্ণের ভক্তদের জিজ্ঞেস করো যে, রাধা - কৃষ্ণ কোথায়, তারা বলবে - সর্বব্যাপী । রাধার পূজারী বলবে, চারিদিকে রাধাই রাধা । হনুমানের পূজারী বলবে - যেদিকে দেখো হনুমানই হনুমান, কিন্তু তা নয় । বাবা তো নিজের মহিমা করবেন না । তিনি তাঁর পার্টের দ্বারাই তা সিদ্ধ করেন, আর কারোরই মহিমার গায়ন হয় না । লক্ষ্মী - নারায়ণই রাজত্ব করেন, ছোটোবেলায় তাঁদেরই রাধা - কৃষ্ণ বলা হয় । সে তো হলো প্রালব্ধ । তাহলে তাঁদের কি মহিমা করা হবে । ব্রহ্মারও কোনো মহিমা নেই, বিষ্ণুরও কোনো মহিমা নেই । মহিমা তো একজনেরই । তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয় । বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, বিষ্ণু কে । বিষ্ণুকে সূক্ষ্ম বতনে কেন স্বদর্শন চক্রে দেখানো হয় ? মানুষের তো অনেক ভুজ হয় না । সূক্ষ্ম বতনেও চার ভুজ দেখানো হয়েছে, তা প্রবৃত্তি মার্গকে সিদ্ধ করার জন্য ।

বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন জেনে গেছো, আমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি । তোমাদের গৃহস্থ জীবন পবিত্র ছিলো । মন্দিরে গিয়ে মানুষ তো গাইতে থাকে - সর্বগুণ সম্পন্ন - তুমি মাতা - পিতা, এখন এই মহিমা তো ভুল হয়ে গেল । এই মহিমা হলো কেবল একজনের । দেবতাদের নয় । যা কিছু মহিমা, তা একজনেরই । তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । পরমপিতা, পরম টিচার, পরম সদ্গুরুকে অকাল বলা হয়, তাই না ? তাঁকেই স্মরণ করা হয়, তিনিই হলেন অকালমূর্তি । শিব বাবাকে ষাঁড়ের উপর বিরাজিত দেখানো হয় । ওরা আবার অকাল সিংহাসন দেখায়, এখন এ তো কেউই জানে না যে, শিব বাবা কে ? মন্দিরে যা রাখা হয়, তা তাঁর অংশ । তিনি তো হলেন জ্ঞান সাগর, পতিত পাবন । তাঁর তো মনুষ্য তন চাই, তাই না । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, তাঁর সিংহাসন হলেন এই ব্রহ্মা । ধর্ম স্থাপকদের কি মহিমা আছে ? তাঁরা তো কেবল এসে ধর্ম স্থাপন করেন । তাঁরা কোনো জীবনমুক্তি প্রদান করেন না । মানুষ চায় যাতে মোক্ষ লাভ হয়, কিন্তু তা পায় না । ধর্ম স্থাপকরা তো নিজেদের ধর্মের মানুষদের নীচে নামিয়ে আনার নিমিত্ত হয় ।

তাঁদের তো এসে কেবল নিজেদের ধর্ম স্থাপন করতে হবে । এ হলো ড্রামার পার্ট । যারাই আসে, তাদের পুনর্জন্ম গ্রহণ করতেই হবে। এই স্থাপনা তো বাবা করেন, তিনি সকলকে পতিত থেকে পাবন তৈরী করেন, তিনি ছাড়া আর কেউই পাবন করতে পারে না । তারা তো নিজের নিজের ভূমিকা পালন করতে আসে । ওরা কেবল ধর্ম স্থাপন করেছে, ব্যস্ - সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসতেই হবে । তাঁরা যে শিক্ষা দিয়েছে, তারই শাস্ত্র তৈরী হয়েছে । যারা ধর্ম স্থাপন করে, তাদের অবশ্যই পালনাও করতে হবে । ফিরে তো কেউই যায় না । সকলেই এই সময় ভিন্ন - ভিন্ন নাম রূপে এই পতিত দুনিয়াতে আছে । প্রথম নম্বরে লক্ষ্মী - নারায়ণকে দেখো । তাঁরাও এখন এখানে । প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করা হয় । এরপর এঁরা গিয়েই রাধা - কৃষ্ণ হবেন । যতক্ষণ না শিব বাবা আসছেন, ততক্ষণ কেউই পাবন হতে পারবে না । মাহাত্ম্য তো ওই একেরই । তাঁরই যত মহিমা । মানুষ বলেও থাকে - শিবায় নমঃ, তুমিই মাতা -পিতা... সবাই স্মরণ করে । সবথেকে বেশী মহিমা ওই বাবার । মানুষ ডাকতেও থাকে - ও গড ফাদার, বাবাকেই ডাকতে থাকে । এই নাটক পূর্ব রচিত । সৃষ্টি যখন পুরানো হয়, বাবা তখনই আসেন । তিনি মূল বতন, সূক্ষ্ম বতন আর স্থূল বতন, এই তিন বতনের জ্ঞান প্রদান করেন । এই জ্ঞান একবারই পাওয়া যায় । তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । বাকি এই সূর্য, চাঁদ ইত্যাদি তো অসীম জগতের মণ্ডপকে আলোকিত করার বাতি । ওই রাত, ওই দিন, এ সবই হলো মণ্ডপের বাতি । এমন নয় যে সূর্য দেবতায় নমঃ বলা হবে । তা নয়, দেবতা তো হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর । মূলবতন থেকে আত্মা যখন এখানে আসে, তখন সোজা গর্ভে প্রবেশ করে । সূক্ষ্মবতনে যায় না । সত্যযুগেও সোজা গর্ভ মহলেই আসবে । ওখানে তো কোনো পাপ কর্ম হয় না । এখানে সবাই পাপ করে, তাই তো ত্রাহি - ত্রাহি করতে থাকে, বলতে থাকে - ধর্মরাজ, আমাকে বাইরে বের করো, আমি আর পাপ করবো না । বাইরে বের হলেই আবারও পাপ করতে শুরু করে । যা প্রতিজ্ঞা করলো, তা সেখানেই ভুলে গেলো, এও ড্রামাতে নির্ধারিত আছে । ভারতের সবথেকে বড় শত্রু রাবণই, দ্বাপর যুগ থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয় । এই দ্বাপর যুগ থেকেই দেবী - দেবতারা বাম মার্গে যায় । তাঁদেরও দেখো মন্দির তৈরী হয়েছে । পুরীতে দেখো কেমন মন্দির বানানো আছে । ভিতরে দেখো জগন্নাথের মূর্তি, আর বাইরে দেবতাদের নোংরা চিত্র । এমন চিত্র মন্দিরে থাকা উচিত নয় । তোমরা তো এখন শ্রীমতের আধারে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । আদিতে, সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণ তো শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাই না । তাঁরা এই শ্রেষ্ঠ পদ কীভাবে পেয়েছিলেন । তোমরা এখন পুনরায় এই পাঠ গ্রহণ করছো । বাবা বলেন, আমি কল্পে - কল্পে, কল্পের এই সঙ্গম যুগে আবার আসি, আর আসতেই থাকবো । বাচ্চারা, আমি আবার তোমাদের রাজযোগ শেখাবো । আবার তোমাদের সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসতে হবে । যারা প্রথমদিকে আসে, তাদের ৮৪ জন্ম ভোগ করতে হয় । সবাই ৮৪ জন্ম ভোগ করে না । ৮৪ লাখ জন্ম তো হয়ই না । মানুষকে কেউ যা কিছুই বললো, মানুষ তাই শুনে সত্য - সত্য করতে লাগলো । ৮৪ লাখ জন্ম যদি থাকতো তাহলে কল্পের আয়ু অনেক বড় হয়ে যেত । বাবা বলেন - ৮৪ জন্ম হয়, তাও দেবী - দেবতাদের । আচ্ছা, তাহলে ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ইত্যাদি, এরা কতো জন্মগ্রহণ করবে । হিসাব তো আছে, তাই না । অনেকেই তো আসে, শাখাপ্রশাখা অনেক আছে ।

তোমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানো । ভারতই প্রথমে এক নম্বর বিশ্বের মালিক ছিলো, আর কোনো ধর্ম তখন ছিলোই না । এখন সেই দেবী - দেবতা ধর্মের চরণও নেই । তাঁদের শাস্ত্রও নেই । এই গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র আবার লেখা হবে । এমন নয় যে, তোমরা যে প্রকৃত গীতা বানাও, তাই আবার হবে । যা লেখা হবে তা অবশ্য এই গীতাই । ভক্তি মার্গের জন্য তো সবই প্রয়োজন, তাই না । বাবা ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন । এখন অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারাই ভগবানের প্রাপ্তি হয় । বাবা বলেন, এ সবই হলো ভক্তিমার্গ । আমার প্রাপ্তি তখনই হয়, যখন আমি এই ভারতে আসি । ভারতই হলো অবিনাশী খণ্ড । ভারতই কতো বিত্তবান ছিলো । সোমনাথের মন্দির কতো বড় । সবই লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে । বিড়লাদের কাছে অনেক অর্থ আছে, তাই দেখো কতো বড় মন্দির বানিয়েছে । বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন, এমনভাবে আর কেউই বোঝাতে পারে না । জ্ঞানের সাগর বাবা যখন বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, তখনই বাচ্চারা বুঝে যায় । ইনি কে পড়ান ? ইনি কোনো সন্ন্যাসী নন । তাঁর নামই হলো শিব । সমস্ত আত্মারা তাঁর সন্তান । আত্মার শরীরের নাম পরিবর্তন হতে থাকে । আর এঁনার নামই হলো এক । ইনি বলেন, আমার দ্বিতীয় কোনো নাম নেই । তোমরা তো জন্ম - মৃত্যুতে আসো, দেহ অভিমানীও হও । আমি কখনোই দেহ অভিমানী হই না । বাবা হলেনই চিরন্তন দেহী অভিমানী, কেননা তিনি পুনর্জন্মে আসেন না । তোমরা তো শিবরাত্রি পালন করো, কিন্তু রাত্রির অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না । কতো ভুল হয়ে গেছে । এখন হলো রাত, এরপর দিন হতে হবে । এখন কল্পের অন্তিম সময় অর্থাৎ রাত হয়ে আছে । সত্যযুগ আর ত্রেতা হলো দিন । দ্বাপর আর কলিযুগ হলো রাত । আমাকে সঙ্গম যুগেই আসতে হয় । এ হলো অসীম জগতের রাত আর দিন । ভগবান উবাচঃ, তোমরা বোঝাও যে, এই বেলা বা সময় হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শিব বাবার কোনো নির্ধারিত সময় নেই । তিনি কখন আসেন, বুঝতেই পারা যায় না । তাই এ হলো অসীম জগতের দিন এবং রাত, একেই কল্পের সঙ্গম যুগ বলা হয় । জন্মদিনও যদি পালন করা হয়, তাও একজনেরই । শিব বাবা আসেন, আবার

চলে যান । তাঁর না জন্ম আছে, আর না মৃত্যু আছে । মানুষ বলবে, বাবা চলে গেছেন, এ হলো খেলা । বাবা বসে বোঝান, এমন গাওয়াও হয় - পথ চলতে চলতে এসে ব্রাহ্মণ আটকে গেছে । এই বাবা তো জানতেনই না । হঠাৎই প্রবেশ হয়ে গিয়েছিলো । প্রথমে তো জানতেই পারেননি । ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন, এ হলো বাবার কাজ । এই জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারাই বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হতে হবে । অসীম জগতের যজ্ঞে অসীম জগতের সামগ্রী স্বাহা হতে হবে । এ হলো অসীম জগতের বাবার যজ্ঞ । এর পর অন্য কোনো যজ্ঞের রচনা করা হয় না । ভক্তি মার্গই শেষ হয়ে যায় । এই জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখার প্রয়োজন । এই পঠন-পাঠন করার জন্য আসতে হবে । প্রথমে কিছু সমস্যা হয় মানুষ উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারত থেকে আমেরিকাতেও যায় । সেখানে এ তো কি । বাবা বলেন, আমি কল্পে কল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে পরমধাম থেকে তোমাদের পড়ানোর জন্য আসি, তাই বাচ্চাদের কতো কদর করা উচিত । ভবিষ্যতে তোমাদের স্কুল গলিতে গলিতে হবে । তা না হলে সবাই কীভাবে পড়বে । বাবার পরিচয় তো সকলেরই পাওয়া উচিত, বাবাকে তো অবশ্যই জানবে ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শ্রীমতে চলে সদা শ্রেষ্ঠ হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । এই ঈশ্বরীয় পঠনপাঠনের জন্য কোনো অজুহাত দেওয়া চলবে না । অবশ্যই এই পাঠ গ্রহণ করতে হবে ।

২) আদিতে যেমন পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিলো, তেমনই এখন নিজেদের পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম তৈরী করতে হবে । এক বাবার কাছেই বলিহারি যেতে হবে, তাঁরই গুণগান করতে হবে ।

বরদানঃ- প্রতিটি সম্পদকে নিজের প্রতি এবং সকলের প্রতি কাজে লাগিয়ে অনুভাবী মূর্তি ভব

অন্তর্লীন করার শক্তিকে ধারণ করে সর্ব সম্পদে সম্পন্ন হয়ে তা নিজের কাজে অথবা অন্যদের সেবায় ব্যবহার করো । এই সম্পদকে ব্যবহার করলে অনুভাবী মূর্তি হয়ে যাবে । শোনা, অন্তর্লীন করা আর সময় মতো কাজে লাগানো - এই বিধিতেই অনুভবের অথরিটি হতে পারো । শুনতে যেমন ভালো লাগে, পয়েন্টসও খুবই সুন্দর এবং শক্তিশালী ; এমনভাবেই তা ব্যবহার করে শক্তিশালী, বিজয়ী হয়ে যাও, তখনই বলা হবে অনুভাবী মূর্তি ।

স্লোগানঃ- গুণবান তাকেই বলা হয় - যে গ্লানিকারীকেও গুণের মালা পরাতে থাকে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;